29-6-51

জ্যোতির্ময় ঘোষাল প্রযোজিত

প্রতিমা পিকচার্স-এর

পলাতকা

রূপায়ণে :

- মঞ্জু
- লীলা
- প্রদীপ
- সুনীল
- নবদ্বীপ
- মনোরঞ্জন
- প্রভা • ভানু
- জীবেন • •
- কালি সরকার • • •

পরিচালনায়

কালিদাস বটব্যাল

ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স রিলিজ

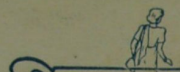

পলাতকা

প্রযোজনা :

জ্যোতির্ময় ঘোষাল

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা :

কালিদাস বটব্যাল

রূপায়ণে :

মঞ্জু দে, লীলা দাশগুপ্ত, প্রদীপকুমার, সুনীল দাশগুপ্ত, কালি সরকার (এঃ), জীবেন বোস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা, নবদ্বীপ, হরিধন (এঃ), ভানু, লীলাবতী, সুবল, উৎপল, সুজয়, শৈলবালা, সবিতা সাহা, সবিতা চট্টোঃ, লক্ষ্মী, মিহির প্রভৃতি।

সুরসৃষ্টি :
দক্ষিণা মোহন ঠাকুর

ব্যবস্থাপনা :
শচীন দত্তগুপ্ত

গীতকার :
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্য পরিচালনা :
সমর চট্টোপাধ্যায় (মাঃ খোকন)

শব্দগ্রহণ :
জে, ডি, ইরানি

চিত্রগ্রহণ :
যতীন দাস

শিল্পনির্দেশ :
সুনীল সরকার

আলোক নিয়ন্ত্রণ :
নরেশ সমাদ্দার

পরিচালনায় সহকারী :

বিজলী মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী নাগ, নিতাই গাঙ্গুলী,
ভোলানাথ লাহিড়ী

ব্যবস্থাপনায় সহকারী :

বীরেন গাঙ্গুলী, দুর্গাপদ সরকার, কানাইলাল বসু
উমানাথ সিং, নিতাই সরকার

সুরসৃষ্টিতে সহকারী :
নির্মলকুমার বিশ্বাস

চিত্রগ্রহণে সহকারী :
নরসিংহ রাও, হরেন বোস, সাধন রায়

শব্দগ্রহণে সহকারী :
সন্তু বোস

শিল্পনির্দেশে সহকারী :
প্রীতি ঘোষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী মিল

প্রতিমা পিকচার্স

প্রতিমা ঘোষালের

প্রথম নিবেদন

পলাতকা

পরিবেশক

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেড

পলাতকা বৃত্তান্ত

আর কোন উপায় নেই!

অগত্যা রায়বাহাদুর অবিনাশ বসুর কাছে লীনার ছবি চেয়ে ব'সলো প্রবীর! অবাক হ'চ্ছেন তো? আপনারই বা দোষ কী! আপনিতো আর জানেন না যে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

গৃহিণী কিন্তু কিছুতেই ছাড়বেন না। কী অলুক্ষুণে ব্যাপার! রূপ, শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থ কোন্ দিক দিয়ে অভাব লীনার! আর সেই কিনা শেষপর্য্যন্ত পালিয়ে গেল অমিতাভর মতো কাব্যবাতিকগ্রস্ত একটা চালচুলোহীন ছেলের সংগে! বিশেষ ক'রে প্রবীরের মতো বিলেত ফেরৎ ইন্‌জিনিয়ার ছেলেটিকে দেখে অবিনাশ-গৃহিণীর দুঃখ যেন আরও বেশী বেড়ে গেল! প্রবীরকে তিনি একেবারে ধ'রে ব'সলেন, যেমন ক'রেই হ'ক এই বিপদের হাত থেকে তাঁদের বাঁচাতেই হবে!

বেচারা প্রবীর ক'লকাতা যাওয়ার পথে রাঁচীতে নেমেছে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে, আর তখনই কিনা এই বিপত্তি! কিন্তু মুশ্‌কিল হ'চ্ছে, পুলিশকে জানানো নিয়ে। পুলিশ জানলেই কথাটা দশমুখে ছড়িয়ে প'ড়তে কতক্ষণ! তার চেয়ে গোপনে খোঁজ খবর করাই ভালো।

অন্যান্য অনেক স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের মতো এও একটা নিয়ম যে, রোমান্সের গন্ধ পেলে তরুণ যুবকতো ছার, মুড়ির দোকানীর মাথায় পর্য্যন্ত গোয়েন্দাগিরির শখ উছলে ওঠে। ইন্‌জিনিয়ার প্রবীরের দোষ দেওয়া চলে না। ওদের দু'জনকে রাজী করিয়ে সে নিজেই নিল তদন্তের দায়িত্ব। কিন্তু ফ্যাসাদ হ'ল লীনাকে কোনোদিন দেখেনি সে। সেই জন্যেই লীনার ছবি চায়। তার চেয়েও বেশী বিপদে প'ড়লেন

অবিনাশ বাবু নিজে। লীনা যখন অমিতাভর সঙ্গে বিয়েতে তাঁর সম্মতি চায়, ব'লতে কি, তাঁর তরফ থেকে একটুও আপত্তি ছিল না। টাকা না থাক্‌তে পারে; কিন্তু অমিতাভর পাণ্ডিত্য আছে, হৃদয় আছে। সোজা কথা অমিতাভকে তিনি মোটেই অপাত্র মনে করেন নি।

কিন্তু যমের চেয়েও ভয় গৃহিণীকে। তাঁরই জিদ বজায় রইল। অবিনাশ অগত্যা চুপ ক'রেই রইলেন। তারপর যা ঘটা স্বাভাবিক, তাইই ঘ'টল!

লীনা চিঠি লিখে গেছে যে বিয়ের পর খবর দেবে। এমনকি তাঁদের অমত না থাক্‌লে ফিরেও আস্‌তে পারে।

একমাত্র কন্যাকে আদর দিতে হলে স্ত্রীর কথায় কান দেবেন না

বাপের আদুরে মেয়ে পলাতকা হ'লে মেয়ের মার শুধু কর্ত্তার সংগে ঝগড়া করাই চলে!

কিন্তু গৃহিণী যে শুনবেন না কিছুতেই। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও প্রবীরকে ছবি একখানা তিনি দিলেন বটে, কিন্তু সে খানা লীনার নয়; নিজের শ্যালিকা-কন্যা অনিতার। সে থাকে ক'লকাতায়।

প্রবীর অবশ্য আগেই ক'লকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ক'লকাতা নাকি ঘর-পালানোদের তীর্থস্থান! অবিনাশ চুপি চুপি প্রবীরকে জানিয়ে দিলেন যে ক'লকাতার বড়ো বড়ো হোটেল আর ক্লাবে খোঁজ ক'রতে। লীনার নাকি ওসব জায়গায় যাতায়াত ছিল।

সেই দিনই প্রবীর রওনা হ'ল ক'লকাতায়।

এত সহজে যে লীনার সংগে দেখা হ'য়ে যাবে, প্রবীর তা ভাবতেই পারেনি। গ্র্যাণ্ড হোটেলের বলনাচের ঘরে লীনাকে দেখে সে

রোমান্সের গন্ধ পেলেই তাতে মাথা গলাবেন না

একেবারে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। কিন্তু সে লীনা নয়, অনিতা।

অনিতার সংগে যেচে আলাপ জমিয়ে ফেললো প্রবীর। আলাপ যখন বেশ সহজ হ'য়ে এসেছে, তখন প্রবীর প্রস্তাব ক'রলে একটু বাইরে ঘুরে আস্‌বার জন্যে। অনিতা কোনরকম সন্দেহ করেনি তাকে। হ'য়তো প্রবীরকে একটু ভালোই লেগেছিল তার। কথায় কথায় অনিতা হ'য়ে গেছে অন্যমনস্ক। সেই ভাবেই কোনরকমে দ্বিধা না ক'রে প্রবীরের সংগে ট্যাক্‌সিতে উঠেছে সে।

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্‌লো। তখন হাওড়া পুলের ওপর। ভয়ে সে জান্‌তে চাইলো কোথায় যাচ্ছে তারা! প্রবীর বেশ গোয়েন্দাসুলভ গাম্ভীর্য্যের সংগে ব'ললো, ৯-৫৫-এর গাড়ীতে আপনার বাবার কাছে আপনি ফিরে যাচ্ছেন লীনা দেবী। অনিতা 'থ' হ'য়ে যায়। তার বাবাতো এখানেই রয়েছেন। তাহ'লে সে কি কোনো দুর্বৃত্তের হাতে প'ড়েছে!

আসল লীনা তখন অমিতাভর সংগে একটা ছোটো ষ্টেশানে নেমে এক প্রবাসী বাঙালীর হোটেলে উঠেছে। ইচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি পারে বিয়ের ঝামেলা মিটিয়ে ফেল্‌বে। তাই নিয়ে তাদের আলাপ চ'ল্‌ছিল ঘরে ব'সে। কিন্তু হোটেলের মালিক কাঙালীচরণের অকালপক্ক বোন পুঁটুর কানে সেই আলোচনার কিছুটা যাওয়ায় যে ব্যাপার ঘট্‌লো, তাতে অপমানিত হ'য়েই সেই রাত্রেই বিদায় নিতে হ'ল তাদের। সেই ষ্টেশানেরই ষ্টেশান মাষ্টার ছিলেন বিপত্নীক এক আপনভোলা ভদ্রলোক। সব কিছু শুনে তিনিই উদ্‌যোগী হ'য়ে অমিতাভ আর লীনার বিয়ে দিয়ে দিলেন। খবর গেল রায়বাহাদুরের কাছে। ক'দিন পরে স্বামীর সংগে ঘরের মেয়ে লীনা তো ঘরে ফিরলো কিন্তু প্রবীর আর অনিতার কী দশা হ'ল? জান্‌তে নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে?

কৌতূহলটুকু থাকুক।

তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত প্রবীরের মত দশাও হ'তে পারে

গান

এক

আজি অন্তর মম গান গেয়ে ওঠে যেন কার আহ্বানে
মনে হয় হিয়া উঠিবে ভরিয়া কোন অজানার দানে।
ক্ষণে ক্ষণে যার মধু শিহরণ
দোলায় আমার জীবন মরণ
হার মানা মোর সফল হবে যে তারই জয় অভিযানে।

কুয়াশায় ভরা নীলিমায় তাই জাগে কার ইঙ্গিত
কান পেতে শুনি ভেসে আসে দূরে ফাগুনের সঙ্গীত।
ওরা যেন আজ ডাক দিয়ে যায়
সব কিছু ফেলে আয় চ'লে আয়
পরাণ রাধার প্রাণ দোলে হায় কোন্ বাঁশরীর তানে।

দুই

বেদেনী। ঘূর্নি নাচে উড়নি ওড়ে হিয়া দোলে রে
রুমঝুমাঝুম পায়েলিয়ার মিঠি বোলে রে।
সুর সোহাগে ডাক্‌লে যদি
দিল্ খোয়ালে দিল্-দরদী

বেদে। সুর্মা আঁকা মরমিয়ার আঁখির কোলে রে।
বেদেনী। যৌবনেরি রোশনি ছটায় নেশার আগুনে।
বেদে। রং ধরে যায় মন বাগিচার রঙ্গীন ফাগুনে।
ও পীতম কেন দূরে থাকো
আশা কেন গোপন রাখো
গান শুনে মোর প্রাণ সহেলীর মন যে ভোলেরে।
হায় মন যে ভোলেরে।

তিন

অমিতাভ। মধুরাতের মধুমায়া রাজকুমারীর
কালো নয়ন ছেয়ে।
তারই মনের সুর নিয়ে আজ
রাখাল চলে গেয়ে।

রাখালিয়ায় ভালোবেসে
পথের ধূলায় নামলো এসে,
সব হারিয়ে রাখাল সাথী
সাজলো রাজার মেয়ে।

লীনা। প্রতিদানে চায়নি কিছু রাখালিয়ার কাছে,
অমিতাভ। হৃদয় ছাড়া রাখালিয়ার কিই বা দেবার আছে।
সাতমহলা ফেলে পিছে,
পথে কেন এলে মিছে ;
লীনা। শূন্য হোয়ে পূর্ণ হ'লাম
তোমায় কাছে পেয়ে।

চার

আমার আমিরে জাগায়ে যদি গো ঘুমায় তোমার প্রাণ
গানের পরশে ভাঙ্গাবো যে ঘুম তাইতো শোনাই গান।
যে ফাগুন আজ ছেয়ে দিল মোর ধরা
তারই মাঝে হায় তোমার মাধুরী ভরা।
জীবনে আমার কোন্ অজানার তুমি দিলে আহ্বান।

তোমার মাঝারে মোর গান তাই চেতনার স্পন্দন
মৌন তোমার বীণায় আমি যে সঙ্গীত আলাপন।
বন্ধ দুয়ার যাক্ না এবার খুলে,
বিশ্বভুবন উঠুক তোমার দুলে,
গানের প্রণাম দিতে এসে আজ নিজেরে করিনু দান।

পাঁচ

ভুলটাই অন্তরে ফুল হোয়ে ফুটলো
মধুময় হোলো ভুল মধুকর ছুটলো
নয়নের কোনে হায়
যে স্বপন একে যায়
মরমের শতদলে তারই ছায়া উঠলো।

অকারণ পুলকের সুমধুর ছন্দে
মন যেন মিশে যায় রূপে রসে গন্ধে
আজি নব পরিচয়
নব রূপে মধুময়
এলো ওই চিরচেনা আশা তাই মিটলো।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স পরিবেশিত

চির-নবীন চিত্রার্ঘ্য !

★ মীরা
★ নরসিংহ অবতার
★ নল দময়ন্তী
★ রতন
★ খাজাঞ্চী
★ খানদান
★ দাসী
★ কল্পনা
★ পৃথ্বীবল্লভ
★ পরখ
★ আজ কি রাত
★ ইস্‌মত
★ পহেলী নজর
★ আলেয়া
★ চৌরঙ্গী
★ মঝধার
★ উল্টীগঙ্গা
★ ফির মিলেঙ্গে
★ গুলবকাবলী
★ মেরেলাল
★ অজিত (ভারতের সর্ব্বপ্রথম বহুবর্ণ রঞ্জিত চিত্র)

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স-এর আসন্ন

মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র !

একখানি অভিযানমূলক বাঙলা ছবি

স্বস্তিকা প্রেস লিঃ, কলিকাতা ১৩